মালদহে পঞ্চায়েত প্রধান জন্মসূত্রে বাংলাদেশি! রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: পঞ্চায়েত নির্বাচনে সুদূর সৌদি আরবে বসে উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁয় একটি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন প্রার্থী। তা নিয়ে কম জল ঘোলা হয়নি। এবার পঞ্চায়েত ভোটে জিতে প্রধান পদে বসার অভিযোগ উঠল এক বাংলাদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধে! এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় দু'সপ্তাহের মধ্যে মহকুমা শাসকের কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদহের চাঁচলের হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের রসিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন লাভলি খাতুন নামে এক মহিলা। অভিযোগ তিনি জন্মসূত্রে ভারতীয় নন। আদতে তিনি বাংলাদেশি নাগরিক। ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র বের করে তিনি পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এবং ভোটে জেতার পর আপাতত তিনিই পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে একাধিকবার বিডিওর কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছিল বলে দাবি রেহানা সুলতানা সহ বেশ কয়েক জন গ্রামবাসীর। তাঁদের অভিযোগ, লাভলির জন্ম বাংলাদেশে। এদেশে আসার পর এক ভারতীয় সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর বাবা হিসেবে কাগজে-কলমে যাঁর নাম রয়েছে তিনি তাঁর জন্মদাতা পিতা নন। দত্তক পিতা হিসেবে তাঁর নাম রয়েছে। কিন্তু মুসলিম আইনে দত্তক গ্রহণযোগ্য নয়। এবং এক্ষেত্রেই নথি বিকৃত করে লাভলি খাতুন ভুয়ো শংসাপত্র বের করেছেন বলে অভিযোগ। এহেন অভিযোগ জানানোর পরও সুরাহা না হওয়ায় শেষে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন গ্রামবাসীরা।

এদিন বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে মামলার শুনানি হলে আইনজীবীর পাল্টা দাবি, লাভলি ভারতীয় নাগরিক এবং তাঁর কাছে যাবতীয় প্রমাণপত্র রয়েছে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি উভয় পক্ষের হিয়ারিং করে অভিযোগ শুনতে হবে মালদহের চাঁচলের মহকুমা শাসককে। তারপর রিপোর্ট জমা দিতে হবে। পাশাপাশি লাভলি খাতুনকে তাঁর নাগরিকত্ব সংক্রান্ত যাবতীয় নথি হলফনামা আকারে জমা দিতে হবে আদালতে। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি।